CHRI 2018

আইনজীবিদের জন্য মৌলিক তথ্যতালিকা

উদ্বাস্তু ও শরণার্থী আশ্রয় প্রার্থী সংরক্ষণ

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights in the Commonwealth

আইনজীবিদের জন্য মৌলিক তথ্যতালিকা

উদ্বাস্তু ও শরণার্থী আশ্রয় প্রার্থী সংরক্ষণ

একজন উদ্বাস্তু ও শরণার্থীর মধ্যে কি পার্থক্য ?

উদ্বাস্তু অবস্থান সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের 1951 শালের সাধারণ সভা (এতদুল্লিখিত উদ্বাস্তু সম্মেলন) ব্যক্ত করে যে উদ্বাস্তু হলেন এমন ব্যক্তি যিনি জাত,পাত,জাতি,ধর্ম,বা কোনো একটি সামাজিক গোষ্টিভুক্ত হওয়ার,বা রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে দেশত্যাগী এবং স্বদেশে ফিরে যেতে চান না বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না ও স্বদেশের দ্বারা রক্ষিত হতে চান না|

সেইহেতু, একজন পুনর্বাসনপ্রার্থী তিনিই যিনি উদ্বাস্তু হিসেবে থাকার দাবি প্রার্থনা করেন যদিও তার প্রার্থনার যথার্থতা তখনও বিবেচিত হয় নি|যখন কোনো ব্যক্তি নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে তার স্বদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে অন্য দেশে এসে অভিবাসন চায় তখন সে পুনর্বাসনের প্রার্থনা করে|

আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন একজন আশ্রয়প্রার্থিকে "সম্ভাব্যউদ্বাস্তু" হিসেবে পরিগণিত করে|যথার্থ আশ্রয় প্রার্থীকে সন্ধেহের উর্ধে রাখা হয় এবং উদ্বাস্তুর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয় যতক্ষণ না তার উদ্বাস্তুর দাবি দক্ষ আধিকারিক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়|

একজন উদ্বাস্তু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে কি ?

কোনো ব্যক্তি উদ্বাস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে চাইলে, তাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে চলতে হবে:

১. নিগৃহীত হওয়ার ভয় সংক্রান্ত বা তার দেশের দ্বারা তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার প্রমাণ.

২. নিগৃহীত হওয়ার ভয়ের ভিত্তি থাকতে হবে অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বিধেও থাকতে হবে.

৩. নিগ্রহের কারণগুলি অবশ্যই হতে হবে

   ক) জাত

   খ) ধর্ম

   গ) জাতি

   ঘ) কোনো একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্প্রদায়ের সভ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শ.

৪. ব্যক্তিটিকে অবশ্যই তার জন্মভূমি বা বাসযোগ্য গৃহের বাইরে থাকতে হবে.

৫. ব্যক্তিটি হয় অক্ষম,নতুবা সেই ভয়ের কারণে নিজের জন্মভূমির দ্বারা প্রতিপালিত হতে অনিচ্ছুক.

পুনর্বাসন প্রার্থীরা কি অবৈধ ?

মানবাধিকার আইনের(1948)14 নম্বর ধারার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের পুনর্বাসনের অধিকার আছে এবং উদ্বাস্তু সম্মেলন আরও বলে যে কোনো দেশই বিপন্ন জীবন ও স্বাধীনতার ভয়ে পালিয়ে আশা অবৈধ প্রবেশকারীদের উপর জরিমানা চাপাতে পারে না| |

তাই, তোমার মক্কেল যদি একজন উদ্বাস্তু বা শরণার্থী আশ্রয়প্রার্থী হয়,তাহলে তাকে কোনরকম গ্রেফতার,অভিযুক্ত বা দোষারোপ করা যায় না কেবলমাত্র বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া অন্য দেশে প্রবেশের অপরাধে কোনো প্রাথমিক তদন্তের পূর্বে এবং উপযুক্ত আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার আগে|

যদি আমার মক্কেল একজন আর্থিক উন্নতিকামী দেশান্তরী না হয়ে উদ্বাস্তু বা পুনর্বাসন প্রার্থী হয়, তাহলে তা কি পার্থক্য সৃষ্টি করে?

উদ্বাস্তু এবং আশ্রয় প্রার্থীকে একজন আর্থিক উন্নতিকামীর সাথে একই অবস্থানে দেখা উচিত নয়| উদ্বাস্তুরা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী স্বসস্ত্র বিপ্লবের নিগ্রহ থেকে পালিয়ে বাঁচা ব্যক্তি|তাদের অবস্থা প্রায়শই এমনই বিপদ সঙ্কুল ও অসহনীয় থাকে যে তারা জাতীয় সীমা অতিক্রম করে অন্য দেশের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ইউএনএইচসিআর এবং অন্য মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে|

পরিযায়ী লোকেরা উদ্বাস্তু হিসেবে পরিগণিত হয় না সরাসরি নিগ্রহ বা মৃত্যু ভয়ে, তারা স্থানান্তরিত হয় জীবনের উন্নতিকল্পে চাকরী, শিক্ষাগত মান,স্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধাগ্রহন, পারিবারিক পুনর্মিলন বা অনান্য কারণে| **এই কারণে এনারা** উদ্বাস্তু হিসেবে পরিগণিত হয় না| তাই, এরা আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সম্বলিত বলপূর্বক প্রেরণ, পুনর্বাসন প্রার্থনায় সাহায্য, আইনি সহায়তা দান; উদ্বাস্তুদের শারীরিক নিরাপত্তার আয়োজন করা; সেচ্ছায় দেশে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করা, এবং 31 ও 33 ধারায় উল্লিখিত ও ইউএনএইচসিআর দপ্তরের ৮ম ধারা অনুসারে পুনর্বাসন দান ইত্যাদির অধিকারী নয়| যদি তারা স্বগৃহে ফিরে যেতে চায়, তারা তাদের সরকারের দেওয়া সুরক্ষা গ্রহণ করতে পারে|

উদ্বাস্তু সভার 31তম ধারা উদ্বাস্তুদের উপর থেকে অনধিকার প্রবেশের জন্য ধার্য্য জরিমানা মকুব করে দেয়| এই ব্যবস্থার পিছনে যৌক্তিকতা হলো,একজন উদ্বাস্তুর বেআইনি অনুপ্রবেশের সঠিক কারণ থাকতে পারে বিশেষত যখন সে বা তারা নিজের দেশের দ্বারা গুরুতর হুমকির ভয়ে ভীত| .প্রায়শই উদ্বাস্তু শরনার্থী স্বদেশের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ফলে পালিয়ে আসার সময় বৈধ অনুমতিপত্র জোগার করে উঠতে পারে না যা তাদের অন্য দেশে ভ্রমনের অনুমতি দেয় না|..

উদ্বাস্তু সভার 33তম ধারা, বলপূর্বকপ্রেরণ না করার নীতির কথা বলে|এই নীতি কোনো **রাজ্যকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উদ্বাস্তুকে বিতারিত বা ফেরত নিতে নিষেধ করে** যেখানে তার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে তার জাত,পাত,জাতি, ধর্ম, কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠিভুক্তি, বা রাজনৈতিক মতাদর্শ জনিত কারণে|

আমার মক্কেল একজন উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন প্রার্থী, একজন অর্থনৈতিক উন্নতিকামী নন, এই কথা আমি কি ভাবে বলতে পারি?

মক্কেলের সাথে আগেই কথা বলে রাখতে হবে|যদি তোমার মক্কেল একজন বিদেশী হয় যে কিনা বিদেশী আইনে অভিযুক্ত ও বিচারাধীন, তাহলে তুমি কখনই তাকে অর্থনৈতিক উন্নতিকামী বলে চিন্হিত করবে না যতক্ষণ না সে নিজে সেকথা বলে|মক্কেলকে হতোদ্যম করা অত্যন্ত জরুরী এই বলে যে সে কি কারণে তার দেশ ছেড়েছে এবং সে ফিরে যেতে ইছুক ও সক্ষম কিনা|

উদ্বাস্তু সভা'র কাজকর্ম কি ভারতে প্রযোজ্য?

ভারতবর্ষ উদ্বাস্তু সভার ও তার 1967 খসড়া-দলিলপত্রের স্বাক্ষরকারী দেশ নয়| তাই এই সভার দ্বায়বদ্ধতা ভারতের উপর বর্তায় না| সময়ের সাথে সাথে, উদ্বাস্তু সভার কিছু কিছু প্রচলিত শর্তাবলী আন্তর্জাতিক আইনানুগ ব্যবস্থায় ভারতে সিদ্ধ|এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট শাসন-প্রণালী না থাকায়, উদ্বাস্তুরা 1946 বিদেশী-আইন দ্বারা এখনো রক্ষিত|

বিদেশী-আইন উদ্বাস্তু ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না বা উদ্বাস্তুকে বিশেষ সম্প্রদায় বলে ব্যাখ্যা করে না যারা মানবসম্প্রদায়ের জন্য নির্দিস্ট সুরক্ষা আশা করে| যদিও এটি প্রমাণ করে না যে ভারতের কোনো উদ্বাস্তুনীতি নেই, তবু এই বিষয়ে কোন বিধান মন্ডলীয় ব্যবস্থার অনুপস্তিথিতে, উদ্বাস্তুনীতি এককালীন ও অনুরুপিত শাসন ব্যবস্থার উপর দাড়িয়ে আছে|.

উদ্বাস্তু-সভার স্বাক্ষরিত সদস্য না হওয়া স্বত্তেয় ভারত একটি দীর্ঘ সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ধারণ করে চলেছে|ভারত সরকার ইউএনএইচসিআর অনুমোদিত উদ্বাস্তুদের ভিসার অনুমতি দেয়| উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন প্রার্থীদের ভারত সরকার মৌলিক কিছু সুবিধা যেমন স্বাস্থ্য,শিক্ষা, এমনকি আইন ও বিচার ব্যবস্থার সুযোগও প্রদান করে|ভারতবর্ষ ১৯৯৫ সাল থেকে ইউএনএইচসিআর-এর কার্য নির্বাহক সমিতির একজন সদস্য|

সেইহেতু সাধারণ উদ্বাস্তু সুরক্ষা নীতি বিশেষ রূপে ভারতে প্রযোজ্য|

ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু পদমর্যাদা দানের অধিকারী কে ? কে বা কারা বিধিসঙ্গত যোগ্য আধিকারিক ?

ভারতবর্ষে কোনো নির্দিষ্ট আইনসিদ্ধ উদ্বাস্তু শাসন ব্যবস্থা নেই| **কিছু উদ্বাস্তু সম্প্রদায়** (যেমন তিব্বতী ও শ্রীলংকার নাগরিক) এর ক্ষেত্রে **ভারত সরকার** পুনর্বাসনের অনুমোদন ও সাহায্য দিয়ে থাকেন. **এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে, ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফুইজিস (ইউ এনএইচসিআর)** নিবন্ধীকরণ ও উদ্বাস্তু মান নির্ণয়(আরএসডি) করে থাকেন|

ইউএনএইচসিআর স্বীকৃত উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকারেরও নির্দিষ্ট নীতি আছে তাদের থাকবার অনুমতিপত্র দেবার|

1950 সালের 14ই ডিসেম্বর ইউ এন সাধারণ সভায় ইউএনএইচসিআর প্রতিষ্ঠিত হয়. ইউএনএইচসিআর এর প্রধান নির্দেশ হলো উদ্বাস্তুদের ও পুনর্বাসন প্রার্থীদের রক্ষা করার আন্তর্জাতিক পদক্ষেপকে পরিচালন ও সংগঠিত করা এবং বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্তু সমস্যার অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত উদ্বাস্তুদের অবস্থানের সুরে সুর মিলিয়ে সমাধান করা|

কোনো নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতিতে ভারতে উদ্বাস্তুদের জন্য কি ধরণের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে?

ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষরকারী, যেগুলি উদ্বাস্তু সুরক্ষার দ্বায়বদ্ধতা প্রমাণ করে|দলিলগুলি হলো মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র, রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা ঘোষিত সীমান্তবর্তী পুনর্বাসন-শিবির, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (আইসিসিপিআর), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিইএসসিআর), শিশুর অধিকার-দাবী ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘের সভা, মহিলাদের সবরকমভাবে বিচ্ছিন্ন করা লোপ করার দাবী সম্মেলন(সিইডিএডাব্লু) এবং অন্যদের জন্য 1966র ব্যাংকক নীতি|

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের 14 (1) ধারায় বলা হয়েছে, নিগৃহীত হওয়া থেকে বাঁচতে সকলেরই অন্যদেশের শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহনের অধিকার আছে|

বলপূর্বক-প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা নীতি আন্তর্জাতিক আইনের একটি প্রচলিত রীতি এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে|উদাহরণ স্বরূপ, বলপূর্বকঅপ্রেরণ একটি স্পস্টভাবে ব্যক্ত 1984র 3 নম্বর নির্দেশ যা নিষ্ঠুরতা,অত্যাচার,অমানবিক বা শাস্তিমূলক দুর্ব্যবহারের বিরোধ করে|

শিশুর অধিকার দাবী ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘের সভার 22তম ধারায় বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন প্রার্থী শিশুর বিশেষ সুরক্ষার ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার আছে|

উদ্বাস্তু সুরক্ষাকে মানবাধিকারের বৃহত্তর প্রাসঙ্গিকে দেখতে হবে| মানবাধিকার হলো সার্বভৌম ও সমানাধিকার যোগ্য এবং তা উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন প্রার্থীর ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য|এরা সমস্তরকম মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিদার,যে কথা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে উল্লিখিত, যেমন বাঁচার অধিকার,অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার থেকে সুরক্ষা,বেআইনি আটক,ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি|

ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালত এবং বিভিন্ন উচ্চ আদালত বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা ও তাদের এই দেশে থাকার বাধ্যবাধকতাকে সম্মান জানিয়েছেন|কিছু নির্দিষ্ট আদেশাবলী মেনে স্বযত্নে রক্ষিত মৌলিক অধিকারের এই রায় দেয়া হয়েছে যা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী নাগরিক ও বিদেশী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য|

ভারতীয় সংবিধানকে নাগরিক বা অনাগরিক দুই পক্ষেই একইরকম ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়েছে| যেমন বলা যায়, আনোয়ার ভার্সাস জম্মু ও কাশ্মীর সরকার [1971(3) এসসিসি104], যেখানে বলা হয়েছে 20, 21 ও 22 ধারার অধিকারগুলি কেবলমাত্র "নাগরিকরা" নয়, এমনকি "অনাগারিক"রাও ভোগ করতে পারবে|

চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড & আদার্স ভার্সাস চন্দ্রিমা দাস & আদার্স [2000(2) এসসিসি 465],সর্বোচ্চ আদালত আনোয়ার ভার্সাস জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রায়ের উপর নির্ভর করেন এবং ঘোষণা করেন যে 14তম ধারাটি অনাগরিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য|এই দেশের যে কোনো রাজ্য যেমন প্রত্যেক নাগরিকের জীবন রক্ষায় দ্বায়বদ্ধ,তেমনই অনাগারিকদের ক্ষেত্রেও রাজ্য সমান দ্বায়বদ্ধ|তাই, ভারতীয় সংবিধানের 14, 20, 21 ও 22 ধারার প্রয়োগ দেখতে গেলে, স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থা সমানভাবে অনাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য|

এনএইচআরসি বনাম অরুনাচল প্রদেশ,[এআইআর 1996 এসসি। 1234] সর্বোচ্চ আদালত প্রাথমিক দৃষ্টিতে চাকমা উদ্বাস্তুদের জীবনের উপর ঝুকির কথা মনে করে ছিল এবং বলেন যে তাদের উপর 21 ধারা প্রযোজ্য|অরুনাচল প্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল চাকমা উদ্বাস্তুদের মুক্ত জীবনযাত্রা সুরক্ষিত করতে|অরুনাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম ক্ষুদিরাম চাকমা [1994 সাপ্ল (1) এসসিসি 615], নাগরিকত্ব বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত কাজ করেন|

কাতার আব্বাস হাবিব আল কুতায়ফি বনাম ভারত যুক্তরাষ্ট্র [1999CrLJ 919] গুজরাট উচ্চ আদালত বলপূর্বক প্রেরণ নীতির বিরুদ্ধে ও আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইনের অনান্য দিকগুলি নিয়ে রায় দেয়|উচ্চ আদালত সরকারকে আদেশ জারি করেন পুনর্বাসন প্রার্থীকে পুনর্বাসন দেওয়ার ও নির্বাসন রদ করতে বলেন|

ভারতীয় আদালত কি আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন দ্বারা আবদ্ধ?

গার্হস্থ্য স্তরে অন্তার্জাতিক আইন বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে দ্বৈতবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে মনে করা হয়|আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বয়ংক্রিযভাবে ভারতের জাতীয় বা আঞ্চলিক আইন এর অংশ নয় এবং ভারতে আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করার জন্য আমাদের সংবিধানের অধীনে উপযুক্ত আইন বা প্রতিনিধিত্ব আইন প্রয়োজন|

তবে,বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার মাধমে,ভারতীয় বিচারব্যবস্থা আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বিশেষ করে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, উদ্বাস্তু অধিকার সহ ভারতের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে একটি অতন্ত্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে|সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, ভারতের দেশীয় আইন যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বারবার তার দ্বায়বদ্ধতাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন,যা মানতে অধস্তন আদালত বাধ্য এবং তা হাইকোর্টের বেঞ্চ সমন্নয় সাধন করে|

উপরন্তু,সংবিধানের অনুচ্ছেদ 51 (সি) বলছে যে রাষ্ট্র "আন্তর্জাতিক আইন ও সন্মতির অঙ্গীকারের সাথে একে অপরকে সহযোগিতার সম্পর্ক " চালানোর চেষ্টা করবে|

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালার মধ্যে,[1973 (4)এসসিসি 225] সংবিধানের 51 অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে কোর্টকে সংবিধানের ভাষা ব্যাখ্যা করতে হবে,যদি সে প্রবৃত্ত না হয়|ভেলোর নাগরিক কল্যাণ ফোরাম বনাম ভারত [1996(৫)এসসিসি 647],অনুষ্টিত হয় যে ঐতিহ্যগত আন্তর্জাতিক আইন,যা পৌর আইনের বিপরীত নয়,এটি গৃহীত আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং আদালত সমূহের দ্বারা অনুসরণ করা হবে|

বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান ও অন্যান্য [1997(6) এসসিসি 241], আদালতের এই দৃষ্টিকোণ ছিল যে গার্হস্থ্য আইনের অনুপস্তিথিতে, আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী এবং নিয়মগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে|এপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল বনাম এ .কে. চোপড়া [1999(1)এসসিসি 759] তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে,আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির প্রতি যথাযত সন্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গার্হস্ত আদালতের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে|

সুপ্রীম কোর্ট গীতা হরিহরণ বনাম রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য –এর ক্ষেত্রে অনুরূপ মতামত গ্রহণ করে [1999(2)এসসিসি 228], আর.ডি.উপাধ্যায় বনাম অন্ধ্র প্রদেশ ও অন্যান্য [2007(15)এসসিসি 337] এবং আরো অনান্য অনেক রায়|

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অনান্য [2005(2)এসসিসি 436],আদালতের এই ধরণের আইন নির্মানের পক্ষে প্রয়াসী হওয়া উচিত যেখানে পৌর আইনের বিধানগুলি আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তির দ্বায়বদ্ধতার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ হবে|ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য [2014 (5)এসসিসি 43],সুপ্রীম কোর্ট ঠিক করে বিপরীত আইনের অনুপস্তিতিতে, ভারতের পৌর আদালতের আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মকে সম্মান করা উচিত|

ভারত এখনও আশ্রয়ের বিষয় নিয়ে একটি সুসংগত,অভিন্ন এবং একত্রীকৃত আইন প্রনয়ণ করতে পারেনি|

বিদেশী আইন 1946, খামতি গুলির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ এটি একটি পুরানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক আইন যা বর্তমান আন্তর্জাতিক মান এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পরিবর্তিত হয়নি বা পর্যাপ্তরূপে সংশোধন করা হয়নি| বর্তমানে প্রযোজ্য আইন, যেমন, শরণার্থী এবং অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ফোরাম কর্তৃক শরণার্থী অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিচারের সময় সেখানে উল্লেখ করা উচিত।

শরণার্থীদের কি কোন কর্তব্য আছে?

রেফিউজি কনভেনশনের ধারা 2 অনুযায়ী প্রত্যেক শরনার্থীকে দেশের আইন ও বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার দায়িত্ব রয়েছে যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পায়।

শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের কি কি নথি সঙ্গে রাখা উচিত?

যেহেতু পরিস্থিতির চাপে তারা তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্য বিদেশীদের তুলনায় বেশি সম্ভাবনা থাকে যে কোন পরিচয় বা ভ্রমণ নথি তাদের কাছে নেই। উপরন্তু, যখন অন্য বিদেশীরা তাদের জন্মস্থানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নথিপত্র পেতে সহায়তা পেয়ে থাকেন, শরণার্থীদের এই বিকল্প নাও থাকতে পারে এ কারণে তারা এ ব্যাপারে সহায়তার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং ইউএনএইচসিআর'র ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে পারে।

আশ্রয়প্রার্থীদের যারা ইউএনএইচসিআর-এর সাথে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে তারা আশ্রয়প্রার্থী শংসাপত্রগুলি প্রদান করেছে যার অর্থ তাদের শরণার্থী দাবি প্রক্রিয়া চলছে। স্বীকৃত হলে, উদ্বাস্তু ইউএনএইচসিআর দ্বারা শরণার্থী কার্ড দেওয়া হয়। ইউএনএইচসিআর-র শরণার্থী রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ভিত্তিতে, কিছু উদ্বাস্তুকে রেসিডেন্স পারমিটস / নিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং ভারতে বিদেশী আঞ্চলিক রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলি দ্বারা ভিসা প্রদান করা হয়। যদি আপনার ক্লায়েন্ট শরণার্থী হয় বা আশ্রয়প্রার্থী হয় তবে আপনি আপনার সহায়তার জন্য অতিরিক্ত সহায়তা দস্তাবেজগুলি সংগ্রহ করতে ইউএনএইচসিআর (আপনার ক্লায়েন্টের এক্সপ্রেস সম্মতি সহ) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইউএনএইচসিআর কর্তৃক স্বীকৃত উদ্বাস্তুদের থাকার ভিসা প্রদানের জন্য ভারত সরকারেরও নীতি রয়েছে।

শরণার্থীদের এবং আশ্রয় প্রার্থীদের রক্ষা করার জন্য বাস্তব যুক্তিগুলি তৈরি করা:

- বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত বা জাতিগত কারণে আপনার ক্লায়েন্ট এর নিজের দেশে নিপীড়নের সুনিশ্চিত ভয় ব্যাখ্যা করুন। প্রতিষ্ঠা করা যে তার দেশে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে, বা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরণার্থী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার মানদণ্ডটি পূরণ করে তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
- আপনার ক্লায়েন্ট তাদের দেশে পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক সেই বিষয়কে স্পষ্ট করুন।
- তারা যত তাড়াতাড়ি এটি করতে সক্ষম হবে ততো তারাতারি সেখানে নিরাপদে থাকতে সচেষ্ট হবে।
- অন্য অভিবাসীরা যারা এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধরূপে অর্থনৈতিক কারণের জন্য প্রবেশ করে তাদের কাছ থেকে মামলাটি আলাদা করা জরুরী।

শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের রক্ষা করা যেতে পারে যে আইনে সেটির উপর আর্গুমেন্ট:

- শরণার্থীদের এবং আশ্রয় প্রার্থীদের বিশেষ করে অ -রিফওলোমেন্টের অধিকার রক্ষার জন্য ভারতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ের দ্বারা জারি করা বাধ্যবাধকতাগুলি ব্যাখ্যা করুন।
- আশ্রয় দান সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক ভারতীয় আইন পড়ুন।
- বিচারের পূর্বে আসামিদের, আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার অধিকারের উপর জোর দেওয়া।
- আশ্রয়ের আবেদনপত্র যাচাই করতে বিলম্ব হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছথেকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের জন্য আদালত এর কাছ থেকে নির্দেশ পেতে আবেদন করুন।

✓ করা উচিত

- ✓ আপনার ক্লায়েন্ট এর সঙ্গে আগাম ভাল ভাবে যোগাযোগ করুন। আপনার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করুন কেন তারা তাদের দেশ ছেড়ে এসেছে এবং তারা কি তাদের দেশে ফেরত যেতে চায়।
- ✓ আপনার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কাছে কোন পরিচয় নথি বা ভ্রমণ নথি আছে কিনা।
- ✓ আপনার ক্লায়েন্ট এর কথা শুনুন; শুধুমাত্র তাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং তাদের সম্মতি অনুযায়ী কাজ করুন।
- ✓ আপনার ক্লায়েন্টকে তাদের মামলার দিন প্রতিদিনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত রাখুন। সব পর্যায়ে তাদের কাছে উপলব্ধ বিকল্পগুলি জানান।

- ✓ ইউএনএইচসিআর সম্পর্কে আপনার ক্লায়েন্টকে জানিয়ে দিন এবং আশ্রয়ের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দিন।
- ✓ যদি আপনার ক্লায়েন্ট ইউএনএইচসিআর-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়, তাহলে আপনার ক্লায়েন্টকে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে সহায়তা করুন, পরবর্তী সাক্ষাতকারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ সহ।
- ✓ ইউএনএইচসিআরকে কেস সম্পর্কে অবগত রাখুন এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে ইউএনএইচসিআরকে ডকুমেন্টেশন বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করুন।
- ✓ যত শীঘ্র সম্ভব জামিন এর জন্য আবেদন করুন, যদি জামিন না দেওয়া হয়, তাহলে স্থায়ীভাবে প্রচেষ্টা করে চলুন, যদি সম্ভব হয় উচ্চ ফোরামে যাওয়ার জন্য আপনার ক্লায়েন্টকে পরামর্শ দিন।
- ✓ আপনার ক্লায়েন্ট এর বিরুদ্ধে শুরু মামলা থেকে অব্যাহতির দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখুন, বা বিষয়টি ইতিমধ্যে বিচারে চলে গেলে, চেষ্টা করুন তাদের নির্দোষ প্রমান করতে। আপনার ক্লায়েন্টকে একটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, আইনের উচ্চ ফোরামে আপীল এর পরামর্শ দিন ।

× করা উচিত নয়

- × আদালতের সামনে আপনার ক্লায়েন্টের আশ্রয়দাতা বা শরনার্থী অবস্থা গোপন করার জন্য বা আপনার ক্লায়েন্টকে তাদের দেশের জাতীয়তার বিষয়ে ভুল বর্ণনা করতে নির্দেশ করবেন না।
- × আপনার ক্লায়েন্ট একজন প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থী সে বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন এবং যদি অর্থনৈতিক অভিবাসী না হয় সে ক্ষেত্রে তার দোষ ক্ষমার আবেদন করবেন না।
- × কখনো ধারণা করে নেবেননা যে আপনার ক্লায়েন্ট একজন অর্থনৈতিক অভিবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত্য না তিনি আপনাকে তা বলছেন।

ইউএনএইচসিআর অফিসের মাধ্যমে নতুন দিল্লিতে আশ্রয় প্রাথী হওয়ার পধ্যতি

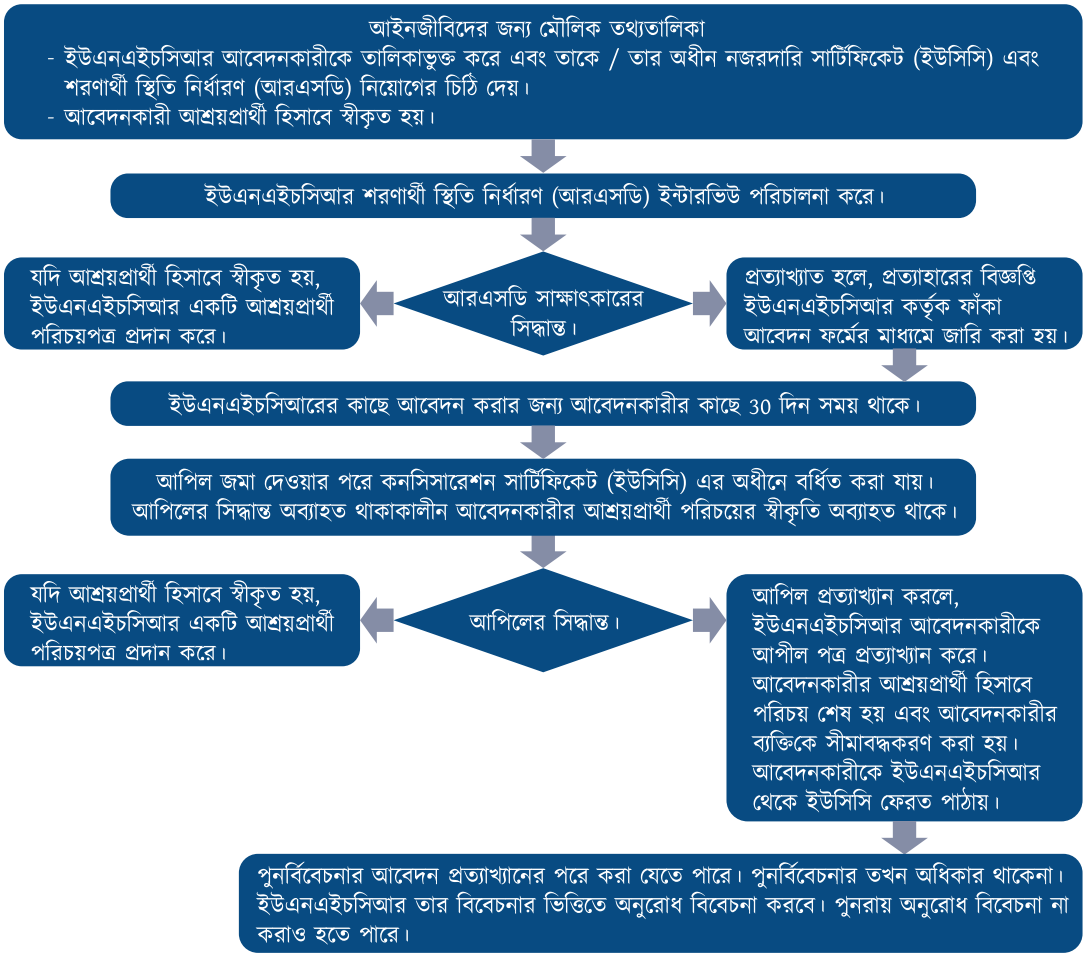

সি এইচ আর আই কর্মসূচী

দি কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সি এইচ আর আই) মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সমর্থন, ন্যায়বিচার অধিগত করা এবং তথ্য অধিগত করার মাধ্যমে 52 টি প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের একটি সংস্থায় মানবাধিকার, প্রকৃত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রবর্তন করে। এটি গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, তথ্য সম্প্রসারণ এবং সমর্থন দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এর তিনটি প্রধান কর্মসূচি হলো:

১) ন্যায়বিচার অধিগত করা

আরক্ষা পুনর্গঠন করা: অনেক দেশেই আরক্ষা বাহিনীকে রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়, নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করার বদলে বরং ব্যাপক অধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যায্য বিচারের নেতৃত্ব দেয়। সি এইচ আর আই সিস্টেমিক সংস্কার এবং দায়িত্বশীলতা প্রবর্তন করে যাতে ভারতে পুলিশ আইনের শাসনের সমর্থক হিসাবে কাজ করে। (সি এইচ আর আই এর কর্মসূচি তথ্য এবং মতামত, স্থল বাস্তবতা উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে এবং পুলিশ সংস্কার সমর্থন করে। দক্ষিণ এশিয়ায় সিআরআরআই এই সংস্কারের প্রতি সুশীল সমাজের যোগাযোগকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। পূর্ব আফ্রিকা এবং ঘানায়, সি এইচ আর আই পুলিশ এর দায়িত্বশীলতা বিষয়-এ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের পরীক্ষা করছে।

কারাগার সংস্কার: সি এইচ আর আই একটি ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অ-ব্যবস্থাকে প্রকাশ করার কাজ করে। একটি প্রধান এলাকার আইনী ব্যবস্থার ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরেছে যার ফলশ্রুতি অতি বেশি লোক সমাগম, দীর্ঘ প্রাক-বিচারের আটক বন্দী এবং কারাগারের অতিরিক্ত বন্দী থাকা। আমরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার পুনর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করি এবং যা এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় উন্নতি আনতে পারে এবং ন্যায়বিচার এর জন্য প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলে।

২) তথ্য গ্রহন

কমনওয়েলথ জুড়ে তথ্য গ্রহণ ও প্রচারে প্রধান সংস্থাগুলির একটি হিসাবে সি এইচ আর আই-কে স্বীকার করা হয়। এটি দেশগুলিকে তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইন রক্ষার এবং বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসাহিত করে। এটি আইন প্রণয়নে সহায়তা করে এবং ভারত, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও ঘানার তথ্য অধিকার আইন এবং প্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ঘনায়, সি এইচ আর আই হলো আরটিআই সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশনের জন্য সচিবালয়। আমরা নতুন আইনকে সমালোচনা করি এবং সরকার ও নাগরিক সমাজের জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম চর্চা আনতে হস্তক্ষেপ করি, যখন আইনগুলি খসড়া তৈরি করা হয় এবং প্রথম বাস্তবায়নকালেও। প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিচারব্যবস্থা, সি এইচ আর আই-কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের অনুমতি দেয়।

৩) আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং প্রোগ্রামিং

সি এইচ আর আই মানবাধিকারের দায়বদ্ধতার সাথে কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলির 'সম্মতি এবং মানবাধিকারের অভাবের সমর্থক নিরীক্ষণ করে। আমরা কমনওয়েলথ মন্ত্রনালয়-এর অ্যাকশন গ্রুপ, জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান কমিশন ফর হিউম্যান ও পিপলস রাইটস সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে জড়িত। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনাতে কমনওয়েলথ সদস্যদের দ্বারা গঠিত মানবাধিকার পর্যালোচনা সহ চলমান উদ্যোগ। উপরন্তু, আমরা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা, মুক্ত মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের স্থান এবং তাদের শক্তিশালীকরণের জন্য চাপের সময় জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারির জন্য তত্বাবধান করি।

আরো বিশদ জানতে:
কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ
3rd floor, 55A, Siddhartha Chambers, Kalu Sarai
New Delhi - 110 016
Tel: +91-11-4318 0200
Fax: +91 11 4318 0217
Email: chriprisonsprog@gmail.com
Website: www.humanrightsinitiative.org